দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAY -1 6 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

মিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচী ও মান বন্টনে অনিয়ম ও বৈষম্য

ন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় ম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাই এই জন্য রা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা '৯৮-এর জন্য ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছেন এবং রচনা করেছেন দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান। কিন্তু মাউশি বোর্ড অনুমোদিত বিজ্ঞান বিভাগের মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞান বইটি পরীক্ষার মান বন্টন বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য ও রয়েছে।

আমার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

(১) বইটির তত্ত্বীয় মোট অধ্যায় ১৬টি এবং ব্যবহারিক অংশ— উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণি বিজ্ঞান। এর ৪র্থ অধ্যায়ে টিস্যু এবং ৫ম অধ্যায়ে প্রাণীকলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) তত্ত্বীয় অংশের কোন অধ্যায়গুলো উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞান বা সমন্বিত অংশ তার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই বা অধ্যায়গুলোর কোন ধারাবাহিকতা নেই। অর্থাৎ অধ্যায়গুলো এমনই অগোছালো যে, সুশৃংখলভাবে বইটি হতে কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ করা যেমন কষ্টকর, কোন শিক্ষকের নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা দান করাও তেমন কষ্টসাধ্য।

(৩) বইটিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান বা সমন্বিত অংশ পৃথকভাবে সজ্জিত না থাকলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার মান বন্টন নিম্নরূপে করেছেন। যেমন উদ্ভিদ বিজ্ঞান ৪টি, প্রাণিবিজ্ঞান ৪টি এবং সমন্বিত অংশ হতে ৪টি করে মোট ১২টি প্রশ্ন থাকবে। উপরোক্ত অংশগুলো হতে যথাক্রমে ৩টি, ৩টি, ২টি মোট ৮টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। এতে মোট নং ৫×৮= ৪০ নম্বর। প্রশ্নপত্রে রচনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর কোন কিছুর উল্লেখ নেই অথচ জীববিজ্ঞান বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন সুশৃংখলভাবে দেয়া আছে।

(৪) মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ও মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞানে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ১০টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে, ৫×২=১০ নম্বর এবং রচনামূলক প্রশ্নের ১০টির মধ্যে ৫টির উত্তর করতে হবে, ৬×৫=৩০ নম্বর। শুধু তাই নয়, একই শিক্ষা বোর্ডের ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রতিপত্রে একই রকমের সামঞ্জস্যপূর্ণ মান বন্টন রয়েছে। অর্থাৎ রচনামূলক প্রশ্নের ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, ৩×১৫=৪৫ নম্বর এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, ৫×৬=৩০ নম্বর। তত্ত্বীয় মোট ৪৫+৩০= ৭৫ নম্বর।

উপরোক্ত তথ্যগুলো যদি সত্য হয় তবে মাধ্যমিক শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বিষয়ে ১২টি প্রশ্নের মধ্যে কি কারণে ৮টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে? এটা কি এই বিষয়ের উপর কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণ নয়?

এখানে উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠক্রম ও পাঠসূচী অনুযায়ী প্রতিটা বিষয়ে প্রতিটা প্রশ্নের বিকল্প প্রশ্ন রয়েছে। অর্থাৎ যতটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তার দ্বিগুণ প্রশ্ন রাখার বিধান রয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

অতএব, উপরিউক্ত বিষয়াবলী সুবিবেচনাপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১) মাধ্যমিক জীববিজ্ঞানের পরীক্ষার মান বন্টন মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ও মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞানের ন্যায় করা যেতে পারে। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ১০টির মধ্যে ৫টির উত্তর করতে হবে, ৫×২=১০ নম্বর এবং রচনামূলক প্রশ্নের ১০টির মধ্যে ৫টির উত্তর করতে হবে, ৫×৬=৩০ নম্বর।

(২) বইটিকে জীববিজ্ঞান বা সমন্বিত অংশ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান অংশ এবং প্রাণিবিজ্ঞান অংশ— এভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতঃ ৪র্থ, ৫ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায় নিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান; ৫ম, ৭ম, ও ৮ম অধ্যায় নিয়ে প্রাণিবিজ্ঞান এবং ১ম, ২য়, ৩য়, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ ও ১৬ অধ্যায় নিয়ে জীববিজ্ঞান বা সমন্বিত অংশ নামে বইটি রচনা করা যেতে পারে।

(৩) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রাণীকলা ব্যবহার বর্জন করে একই বইয়ে একই গ্রহণযোগ্য শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

—মোঃ শামছুল আলম চৌধুরী
প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ,
সরকারী শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া।